

# শুধু ঝাঁটিয়ে বিদায় কর...

আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ

এই ছোট কলেবরের লিখাটির শিরোনাম পড়ে এটি কখনো ভাবেন না যে সেতারা হাশেমের মত আমিও গালিগালাজের সহায়তা নিচ্ছি কোন এক প্রতিপক্ষকে আচ্ছামত ধোলাই দেব বা ঘায়েল করবো এই আন্তর্জালের ফোরামে। সেদিন আমার সংগ্রহ করা পুরানো গানের থলি থেকে একটা গান শুনছিলাম যার কথাগুলো আন্তর্জালে যে আজকাল নোংরা পোস্টিং শুরু হয়েছে সেটির কথা বারবার মনে করিয়ে দিল। সেই গানের প্রথম পংক্তিটি নিম্নরূপঃ

“ মার ঝাড়ু মার

ঝাড়ু মেরে

ঝাঁটিয়ে বিদায় কর,

যত আছে

নোংরা সবি

খ্যাংরা মেরে

ঘর থেকে দূর কর

ঘরের ফিরিয়ে দে না হাল!”

আন্তর্জালের বাংলাদেশী ফোরামগুলোর দু’একটার যা হাল হয়েছে আজকাল তাতে মনে হয় অতিসত্বরই সেখানকার স্তপকৃত জঞ্জাল খ্যাংরা মেরে না সরালে আঙ্গুল দিয়ে নাক টিপে তবেই কেবল সেখানে ঢোকা যাবে। এর মানে এই নয় যে ফোরামগুলোতে অনেক অভদ্রলোক এসে ঢোকে পড়েছে। ফোরাম নোংরা করার জন্য দু’একজন বঙ্গ পুংগবই যথেষ্ট, তাই নয় কি?

ফোরাম নোংরা করার জন্য যে সম্পাদককে একটি বিশেষ ফলক দেয়া অত্যন্ত আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে তিনি হচ্ছেন ক্যালিফোর্নিয়ার এক অতি ধী-সম্পন্ন লেখক। তাঁর ফোরামের ‘মোটো ছিল - দ্যা মোর গালি-গালাজ, দ্যা বেটার’। এই মন্ত্র দীক্ষিত হয়ে সেতারা সাহেব তার কী-বোর্ডে বসে আন্তর্জালে তুফান সৃষ্টি করতেন যখন তখন। পুরানো অভ্যাস তো ঝাঁটিয়ে বিদায় করা বড্ড কষ্টকর ব্যাপার, তাই হাশেম সাহেবও সেই পুরানো অভ্যাস আর মন থেকে বিদায় করতে সক্ষম হন নি; এর ফলে মুক্ত-মনার অন্যতম মডারেটর মেহুল কামদার আর ভিন্নমতের “সাড়া জাগানো” নয়া সম্পাদক বিপ্লব পালকে ভারতীয় সারমেয় বলে আখ্যায়িত করতে তার বিবেকে এতটুকুও বাধে নি।

বর্ষিষ্ঠ সেতারা সাহেবের বিবেক-বুদ্ধি না হয় বয়সজনিত কারণে লোপ পাচ্ছে বা তাতে ভাটার লক্ষণ পড়েছে, কিন্তু সদালাপের সম্পাদক তো শুনেছি বয়সে নবীন।

তার তো এ'সবের বালাই নেই। “ফ্রীডম অফ থোট্‌স্” এর জিগির তোলে কি ভাবে তিনি সেতারা সাহেবের গালি সংবলিত লেখা তার ফোরামে পোস্ট করলেন ? এটাতো ভাববারই বিষয় ! সদালাপ যখন ২০০৩ সনে প্রথম আন্তর্জালে বিকশিত হলো তখন সেটির সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব নিয়েছিলেন জনাব আ স ম জিয়াউদ্দিন । আমার যতটুকু মনে পড়ে তার নিজস্ব কলাম ‘চিরকুট’এ কুট দিয়ে তিনি ভরে দিতেন মুক্তমনাদের মাঝে যারা অগ্রদূত তাদের সনুক্ষে তার মনগড়া সব কথা দিয়ে। এসবেরই জন্যে কেউ কেউ সদালাপকে বিদূষণের সুরে “শঠালাপ” ফোরাম নামে আখ্যায়িত করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তার চিরকুটগুলো পড়লে পাঠকদের মানসপটে এটা সুস্পষ্ট ধরা পড়তো যে মুক্ত-মনাদের এক হাত নেবার জন্যই বুঝি ইনি কলম ধরেছেন।

ইদানিং সেতারা হাশেমের নাড়ীর খবর বের হয়ে যাবার পর অনেক মন্তব্য এসে জড়ো হয়েছে মুক্ত-মনা ফোরামের পাতায় পাতায়। সবাই এটাই মনে করছেন যে ফোরামে আর খিস্তি-খেউড় সংবলিত লিখা পোস্ট করা হবে না; তবে মুক্ত-মনা ফোরামে তো অনেক আগে থেকে ব্যক্তিগত আক্রমণ মূলক লেখা পোস্ট করা হচ্ছে না। সদালাপ কি তাদের নামের যথার্থতা স্বীকার করে এই জাতীয় পোস্ট দেয়া থেকে বিরত থাকতে পারবেন কি? যে ফোরামের জন্যই হয়েছে কেবল মুক্ত-চিন্তাবাদীদের ঠেকানোর জন্য, সেই ফোরামে কেউ যদি ফ্রী-থিংকার্সদের তুচ্ছ করার জন্য গালমন্দ করে কিছু লিখেন তাহলে সেগুলো অবলীলাক্রমে সদালাপে পোস্ট করা হবে সেটাইতো স্বাভাবিক। তার জন্য দরকারমত “ফ্রীডম ওফ্‌ সেক্স প্রেশন” বা এই জাতীয় সুন্দর জিগির তুলার জন্য সদালাপ সম্পাদক তো এক পায়েই দাঁড়িয়ে আছেন। যত দিন জিয়াউদ্দিন সাহেবের ফোরামের মত আরো কয়েকটি ফোরাম আন্তর্জালে বহাল তবীয়ৎ এ বিচরণ করবে ততদিন নোংরা কথা সংবলিত লিখা অনায়াসে সেখানে পোস্ট করা হবে। অতএব, সে সব লেখা ঝাড়ু মেরে ঝাঁটিয়ে বিদায় করা যাবে বলে মনে হয় না। শঠরা যে শঠালাপে মত্ত থাকবেন তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে! আর সে'গুলোকে মদদ দেবার জন্য যে এক শ্রেণীর সম্পাদক তো তীর্থের কাকের মত হা করে বসে আছেন তাদের মনিটরের দিকে এটা কি খানেক বাড়িয়ে বললাম নাকি?

-----  
আঃ হঃ জাফর উল্লাহ্  
০৪-০৯-২০০৬ ইং  
হনেস্ লেন  
ইথাকা, নিউ ইয়র্ক